যক্ষ্মা

ফার্মেসিতে কাশি নিয়ন্ত্রণ এর নিয়মাবলী

যক্ষ্মা রোগীর সাধারণ লক্ষণ

- জ্বর
- ওজন হ্রাস
- কাশির সাথে রক্তপাত
- ক্ষুধামান্দ্য
- রাতে অতিরিক্ত ঘাম হওয়া
- ক্লান্তি

কি করবেন

- রোগী কে জিজ্ঞাসা করবেন কতদিন যাবৎ কাশি হচ্ছে এবং অন্যান্য লক্ষণ আছে কিনা।
- 2 সপ্তাহ বা তার বেশি সময় ধরে কাশি থেকে থাকলে ধরতে হবে যক্ষ্মা হয়েছে।
- যক্ষ্মা রোগীকে অবিলম্বে নিকটবর্তী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে অথবা উপযুক্ত বেসরকারি যক্ষ্মা পরীক্ষাগারে স্থানান্তরিত করতে উপদেশ দিন।

কি করবেন না

- কোনরকম অ্যান্টিবায়োটিক (ফ্লুরোকুইনোলোন জাতীয় সিপ্রোফ্লক্সাসিন, লেভোফ্লক্সাসিন) অথবা স্টেরয়েড (ডেক্সামেথাসোন, বেটামেথাসোন) ইত্যাদি বৈধ প্রেসক্রিপশন ছাড়া দেবেন না।
- বৈধ প্রেসক্রিপশন ছাড়া কোনরকম যক্ষ্মা প্রতিরোধী ওষুধ যেমন রিফাম্পিসিন,ইথামবিউটল, আইসোনিয়াজিড, পাইরাজিনামাইড ইত্যাদি দেবেন না।

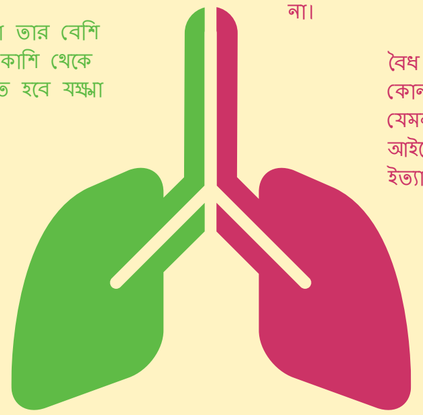

প্রাথমিক লক্ষণ উপশমের জন্য

প্রেসক্রিপশন ছাড়া যে সমস্ত ওষুধ কেনা যায় যেমন প্যারাসিটামল এবং কাশি উপশমের ওষুধ যক্ষ্মা রোগীকে দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু "কাশি দমনকারী" জাতীয় ওষুধ নয় কারণ ওই সমস্ত ওষুধ যক্ষ্মা রোগের উপসর্গগুলিকে আড়াল করতে পারে।

4.1

মিলিয়ন

বিশ্বব্যাপী যক্ষ্মা আক্রান্ত মানুষ আজ আর আমাদের মাঝে নেই

ফার্মাসিস্টদের কাছে যেহেতু সাধারণ মানুষ সহজে পরামর্শ নিতে যান সেহেতু যক্ষ্মা নিরাময় ও নিয়ন্ত্রণে তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

TB•PPM Learning Network
Quality TB care for all people by all providers

Supported by

fip ADVANCING PHARMACY WORLDWIDE